ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

খলিফাতুল মুসলিমিন

উমর

ইবনুল খাত্তাব রা.

(প্রথম খণ্ড)

খলিফাতুল মুসলিমিন

উমর

ইবনুল খাত্তাব রা.

[প্রথম খণ্ড]

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

অনুবাদক

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

আবদুর রশীদ তারাপাশী

সম্পাদক

আবুল কালাম আজাদ

কালান্তর প্রকাশনী

দ্বিতীয় সংস্করণ : নভেম্বর ২০২২
প্রকাশকাল : একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৮

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৪৮০, US $ 20. UK £ 15

প্রচ্ছদ : শাহ ইফতেখার তারিক

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮ ৪৮ ২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-95932-2-5

UMAR IBN KHATTAB RA.
by **Dr. Ali Muhammad Sallabi**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

পৃথিবীতে যুগে যুগে এমন কিছু মনীষীর আবির্ভাব হয়েছে যাঁদের কর্ম, কীর্তি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বীরত্ব, সাহসিকতা ও মহানুভবতা বহু দেশ ও জাতিকে উপকৃত করেছে। নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে। উৎকর্ষের ছোঁয়া লাগিয়েছে সবকিছুতে। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. সেই মনীষীদেরই একজন। আল্লাহর রাসুলের প্রিয় সাহাবি। খলিফায়ে রাশিদ। ইসলামি ইতিহাসের পাতায় যিনি অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন ইসলামের প্রতি তাঁর মহান ত্যাগ, আনুগত্য, সাহস ও প্রজ্ঞার জন্য। রাসুলের দীর্ঘ সান্নিধ্য তাঁর মধ্যে এমনই এক যোগ্যতার উন্মেষ ঘটিয়েছিল যে, শরিয়ত-তরিকত থেকে শুরু করে সাধারণ জীবনাচার—সবকিছুতেই তাঁর মত ও অভিমত ওহির অনুকূল প্রমাণিত হতো। আল্লাহর নবির জবানি থেকে জানা যায়, শয়তান পর্যন্ত তাঁকে ধোঁকা দেওয়ার সুযোগ পেত না! রাসুল ﷺ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'তোমাদের আগের সব উম্মতের মধ্যে ইলহামপ্রাপ্ত কিছু লোক ছিলেন। আমার উম্মতে এমন কোনো লোক হলে তিনি হবেন উমর।' এমন আরও অসংখ্য-অগণিত হাদিস ও অমীয় বাণীতে উমরের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বিবৃত হয়েছে।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির লেখক বর্তমান বিশ্বে নন্দিত বিশিষ্ট গবেষক ও চিন্তাবিদ ড. আলি মুহাম্মাদ আস সাল্লাবি। তিনি আবেগ ও ভক্তির অতিশয়তা পরিহার করে একজন গবেষকের দৃষ্টিকোণ থেকে এ গ্রন্থে উমর রা.-এর জীবন ও কীর্তির মূল্যায়ন করেছেন। গ্রন্থটি রচনায় আন্তর্জাতিক ও ইতিহাসের স্বীকৃত সব মূলনীতি অনুসরণ করা হয়েছে। আর বিশেষ করে খিলাফত পরিচালনায় তাঁর সুচিন্তিত ও কল্যাণকর পদক্ষেপসমূহ নিয়ে নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য তথ্য ও তত্ত্বের সমন্বয়ে গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য।

আমরা শায়খের গ্রন্থগুলো অনুবাদের জন্য তাঁর প্রকাশকের মাধ্যমে খোদ শায়খ থেকেই অনুমতি নিয়েছি। প্রকাশক এবং লেখক দুজনই সানন্দে আমাদের অনুমতি দিয়েছেন। ইতিমধ্যে আমরা তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থের অনুবাদ আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরেছি। পর্যায়ক্রমে শায়খের অন্যান্য গ্রন্থের অনুবাদও তুলে দিতে পারব বলে আশাবাদী।

শায়খের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া থেকে শুরু করে তাঁর গ্রন্থের কাজগুলো সম্পাদন

করতে বিভিন্নভাবে যারা পাশে ছিলেন এবং আছেন, আমরা সবার কাছে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ সবাইকে 'আহসানুল জাজা' দান করুন।

গ্রন্থটি আমরা দুই খণ্ডে প্রকাশ করেছি। প্রথম খণ্ড অনুবাদ করেছেন কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক ও আবদুর রশীদ তারাপাশী। শেষ ১০০ পৃষ্ঠার অনুবাদ করেছেন তিনি। এ ছাড়া অনুবাদে সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে ইলিয়াস মশহুদ ও ফাহাদ আবদুল্লাহর। আর এই দ্বিতীয় সংস্করণের বানান ও সম্পাদনার কাজে আমাকে সহযোগিতা করেছেন ইলিয়াস মশহুদ ও মুতিউল মুরসালিন।

দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ করেছেন কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক। অনুবাদে সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে ফাহাদ আবদুল্লাহ ও আবদুল্লাহ আরাফাতের। বানান ও সম্পাদনার কাজে আমাকে সহযোগিতা করেছেন ফাহাদ আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ আরাফাত ও মুতিউল মুরসালিন।

গ্রন্থটির অনুবাদ থেকে সম্পাদনা—সবকিছুই আমরা মানসম্মত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। তারপরও ভুলত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। তাই কারও নজরে ভুলত্রুটি বা অসুন্দর কিছু ধরা পড়লে আমাদের জানানোর অনুরোধ করছি।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী
১ নভেম্বর ২০২২

অনুবাদকের কথা

যে গ্রন্থটি এখন আপনার হাতে সেটি কেমন গ্রন্থ, কী বিষয়ের গ্রন্থ, কোন কালের ইতিহাস, কেমন মনীষীর জীবনকথা? আশা করি এতক্ষণে তা আপনার জানা হয়ে গেছে। আমি আমার জন্য বরাদ্দ পৃষ্ঠায় ভিন্ন একটি প্রসঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছি। বলতে দ্বিধা থাকার কথা নয় যে, বই কিনতে গিয়ে সাধারণত দুটো জিনিস আমরা খেয়াল রাখি—বিষয় আর লেখক; কিন্তু যে মানুষটি পাণ্ডুলিপি নামক নিষ্প্রাণ একটি বস্তুকে সজীবতায় প্রাণময় করে তোলেন, লেখার টেবিল থেকে টেনে এনে কাগুজে টুকরোগুলোকে শত-হাজার বই করে তুলে দোকানে পৌঁছে দেন, লেখক আর পাঠকের মধ্যে সেতু হয়ে দুদিকে দুহাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, সেই প্রকাশকের অস্তিত্ব আমরা পাঠকেরা টের পাই না; কিন্তু এঁদেরই মধ্যে কেউ এমন মহীরুহ হয়ে ওঠেন যে, খেয়াল না করে আর উপায় থাকে না তাঁকে। আবুল কালাম আজাদ তেমনই একজন, কালান্তরের প্রকাশক হিসেবেই সমধিক পরিচিত। নিজের কাজের গুণে লেখক-অনুবাদকদের এতটাই কাছের মানুষ হয়ে উঠেছেন যে, লেখকদের নিজ পাণ্ডুলিপি নিয়ে তেমন ভাবনায় তাড়িত হতে হয় না।

ইতিহাসের ধারাবাহিকতা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, প্রকাশনা-শিল্পকে আজকের অবস্থানে নিয়ে আসা, বই বা কিতাবমেলার সফল আয়োজন এবং লেখক সৃষ্টিতে প্রকাশকদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। সে হিসেবে প্রকাশকরা সমাজ এবং রাষ্ট্র থেকে কী মূল্যায়ন পাচ্ছেন, সেটাও ভাববার বিষয়। সিলেট, চট্টগ্রাম এবং বিশেষ করে রাজধানীর বাংলাবাজারের প্রকাশনালয়ে এমন সব প্রকাশক রয়েছেন, যারা একজীবনে এই শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি অসংখ্য জনপ্রিয় লেখক তৈরি করেছেন। সেসব প্রকাশকের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি কোথায়? সঠিক মূল্যায়ন কী তারা পাচ্ছেন?

যাইহোক, বলছিলাম কালান্তরের প্রকাশকের কথা। তিনি নিজেও একজন লেখক-সম্পাদক হিসেবে ঢের প্রশংসা অর্জন করেছেন। তার এই জনপ্রিয়তা কুড়িয়ে পাওয়া নয়; বহু ধৈর্য ও ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত। ডিজাইন হাউস থেকে ধাপে-ধাপে ছাপাখানা এবং প্রকাশনার সবরকমের কাজ শিখতে-শিখতে আজ দেশের স্বনামধন্য প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান কালান্তরের প্রকাশক। হাতেকলমে সবরকমের কাজ শিখেছিলেন বলেই বোধহয় প্রকাশনাজগতে তাঁর এমন প্রতিষ্ঠা। তা ছাড়া বইয়ের প্রচ্ছদ-শিল্পেও তিনি নিয়ে এসেছেন গুণগত মান।

জানা কথা, জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করার সবচেয়ে উত্তম একটি মাধ্যম হলো বই। বই আমাদের জানার পথকে প্রশস্ত করে। বই, এই নামটা শুনলে কারও হয়তো ভ্রু কুঁচকে যায়; আর কেউ হারিয়ে যায় তুষার-শুভ্র সাদা পাতার দেশে, যেথায় ছড়িয়ে থাকে নানা ছন্দের, নানা আবেগের শব্দনামক কালো মুক্তা। সেই কালো মুক্তা কুড়ানোর নেশা যার একবার হয়েছে, সে-ই জানে এই নেশায় রাত-দিন ভুলে হারিয়ে যাওয়া যায় বর্তমান থেকে অতীতে, অতীত থেকে ভবিষ্যতে। বইয়ের প্রতি এমন নেশা বা ঝোঁক প্রবল মাত্রায় রয়েছে আবুল কালাম আজাদের।

ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ আস সাল্লাবির বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি কালান্তর থেকে অনূদিত আমার প্রথম বই। একজন নতুন ও শিক্ষানবিশ অনুবাদক হিসেবে তাঁর থেকে আমি যে পরিমাণ সাহস, শক্তি ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি, তা এককথায় কল্পনাতীত। আমি লক্ষ করেছি, কাজের ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব একটা সূত্র আছে। সেটি তিনি খায়রুল কুরুন থেকে পেয়েছেন, শানিত করেছেন উলামায়ে দেওবন্দের কর্মে। প্রথমে নির্ধারণ করতে হবে সামর্থ্য, তারপর উদ্দেশ্য। এ দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারপর বেছে নিতে হবে পছন্দ। এরপর বিবেচনা, তারপর সিদ্ধান্ত। সবার শেষে কার্যসূচনা। এসব না ভেবে যদি তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ শুরু করা হয়, তা হয়তো সাময়িক ফলদায়ক হতে পারে; কিন্তু দীর্ঘ বিবেচনায় তা কখনো কল্যাণকর হতে পারে না। এ কারণে বছর দুয়েক আগে থেকে ড. সাল্লাবির রচনাসমগ্র অনুবাদে হাত দিলেও সবগুলো গুছিয়ে এনে বাজারে ছাড়তে তিনি বেশ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন। ধীরে-সুস্থে এগোচ্ছেন। দেখলাম—সময়ানুবর্তিতার ক্ষেত্রে তিনি গণিতের মতোই আক্ষরিক। চিন্তায় প্রয়োজনের মতো গতিশীল। বিপদে চাকার মতো ধৈর্যশীল। এগুলোই তো একজন আলিমে রাব্বানি প্রকাশকের গুণ। এসব যার নেই, তার ধর্মীয় সৃজনশীল বইয়ের প্রকাশক হওয়ার যোগ্যতাও নেই।

বই মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটায়। সৃষ্টিশীল মননশীলতার সম্প্রসারণ ও জ্ঞানের গভীরতা বাড়ায়। তাই ভবিষ্যৎ-চিন্তার জন্য বই পড়ার আন্দোলন বেগবান করতে হবে। এই দায়িত্বটি সম্মানিত পাঠকের। সরকারেরও বটে। প্রকাশনাকে শুধু একটি নান্দনিক মেধা-বিকাশক শিল্পই নয়; জাতি গঠনে এবং সৃজনশীল বিশ্বাসদীপ্ত সংস্কৃতির সম্প্রীতি ঘটাতে এ শিল্পের ভূমিকা অগ্রগণ্য। এমন একটি শিল্পের প্রতি সরকার উদাসীন হবে না, এটাই জাতির প্রত্যাশা।

যাই হোক, এবার মূল বিষয়ে আসি। ড. শায়খ আলি সাল্লাবিকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। বিচক্ষণ পাঠক ইতিমধ্যে বইটির ফ্ল্যাপ ও অন্যান্য সূত্র থেকে তাঁর সম্পর্কে ধারণা পেয়ে গেছেন। আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও আলোচনার ধরন-ধারণাও লেখক তাঁর ভূমিকায় সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। রাসুল ﷺ-এর

সমকালীন ইতিহাসকে পাঠকের সামনে তুলে আনতে গিয়ে তাঁর রচিত *আস-সিরাতুন নাবাবিয়ার* পর পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয় চার খলিফার জীবনী। যাঁরা একাডেমিক্যালি সিরাত অধ্যয়নে স্বচ্ছন্দ, তারা সাল্লাবির গ্রন্থগুলো অতুলনীয় হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি তাঁর *ফাসলুল খিতাব ফি সিরাতি আমিরিল মুমিনিন উমার ইবনিল খাত্তাব*-এর অনূদিত রূপ। এ ছাড়া তাঁর ত্রিশোর্ধ্ব গ্রন্থ রয়েছে, যার অধিকাংশই ইংরেজিসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ইনশাআল্লাহ তাঁর বইগুলো পর্যায়ক্রমে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হবে কালান্তর প্রকাশনী থেকে।

খলিফাতুল মুসলিমিন উমর ইবনুল খাত্তাবের জীবনী ড. সাল্লাবি তুলে ধরেছেন বেশ ঋজু বর্ণনাভঙ্গিতে। প্রাঞ্জল ভাষায়। তাঁর শব্দ যেমন সুচয়িত, গাঁথুনি তেমন মজবুত। তাঁর বই পড়তে শুরু করলে অজান্তেই মন মিশে যায় লেখার ছন্দে। সময় দ্রুত শরীর গুটিয়ে নেয়। ঘণ্টা মনে হয়—এই তো কয়েক মিনিট। কুরআন-হাদিসের বাণী আর উপমার সরল সাযুজ্য কথাকে গল্পের স্বাদে মুগ্ধ করে তোলে। সেই স্বাদ কি অনুবাদে যথাযথ তুলে ধরা যায়?

তারপরও চেষ্টা করেছি অনুবাদ যথাসাধ্য সাবলীল ও সরল রাখার। এ ছাড়া টীকার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অংশে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এদিকে মানুষ তো তার উৎসমূলের বাইরে নয়। ত্রুটি-বিচ্যুতি এড়িয়ে যাওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। এতে অজ্ঞাতসারে বা অসতর্কতাবশত ভুলভ্রান্তি, অসামঞ্জস্য, অসংলগ্নতা, বাতুলতা, বাক্য বা শব্দপ্রয়োগে জটিলতা কিংবা ভাবের গরমিল থেকে যেতে পারে। এগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ও সংশোধনের মনোভাব নিয়ে অবহিত করবেন বলে আশা রাখি। গ্রন্থটির উপকারিতা ব্যাপক হোক এবং এর সৌরভ মোহিত করুক সবাইকে—এ প্রত্যাশায়...

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
৫ জানুয়ারি ২০১৮

সূচিপত্র

ভূমিকা # ১৩

প্রথম অধ্যায়

মক্কায় উমর ফারুক রা. # ২৫

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাম, বংশ, উপনাম, গুণাবলি বংশধারা ও জাহিলি যুগের জীবন # ২৬

এক : নাম, বংশ, উপনাম ও উপাধিসমূহ ২৬
দুই : জন্ম ও শারীরিক বৈশিষ্ট্য ২৬
তিন : বংশধারা ২৭
চার : বিয়ে ও সন্তানাদি ২৮
পাঁচ : জাহিলি যুগের জীবনাচার ৩০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামগ্রহণ ও হিজরত # ৩৫

এক : ইসলামগ্রহণ ৩৫
দুই : হিজরত ৪৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

উমর ইবনুল খাত্তাবের কুরআনি ও নববি তারবিয়াত # ৫২

প্রথম পরিচ্ছেদ

উমরের কুরআনি জীবন # ৫৩

এক : উমরের জীবনে কুরআনি আকিদার প্রভাব ৫৩

দুই : কুরআনের সঙ্গে মতের মিল, শানে নুজুলের ব্যাপারে
বিশেষ অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যা ৬০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসুলের সার্বক্ষণিক সাহচর্য # ৭০

এক : রাসুলের সঙ্গে জিহাদের ময়দানে ৭৫
দুই : মাদানি জীবনে উমরের ভূমিকা ৯৩
তিন : রাসুলের স্ত্রীদের ব্যাপারে উমরের অবস্থান ১০৪
চার : মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ১০৭
পাঁচ : রাসুলের অন্তিম মুহূর্তে উমরের ভূমিকা ১১৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সিদ্দিকি খিলাফতকালে # ১১৯

এক : সাকিফায়ে বনি সায়িদায় উমরের ভূমিকা ও আবু বকরের হাতে বায়আত ১১৯
দুই : জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং উসামাবাহিনী
পাঠানোর ব্যাপারে আবু বকরের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন ১২১
তিন : ইয়ামেন থেকে মুআজের ফিরে আসা এবং উমর রা.,
আবু মুসলিম খাওলানির ব্যাপারে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি এবং বাহরাইনে
আবান ইবনু সায়িদকে মনোনয়নের ব্যাপারে তাঁর রায় ১২২
চার : শহিদদের রক্তপণের ব্যাপারে উমরের পরামর্শ এবং আকরা ইবনু হাবিস
ও উয়াইনা ইবনু হিসনকে জায়গির দেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি ১২৫
পাঁচ : কুরআন একত্রীকরণ ১২৮

তৃতীয় অধ্যায়

উমরের খিলাফত # ১৩০

প্রথম পরিচ্ছেদ

আবু বকরের উমরকে খলিফা মনোনয়ন এবং তাঁর শাসনপদ্ধতি # ১৩১

এক : আবু বকর কর্তৃক উমরকে খলিফা মনোনয়ন ১৩১
দুই : কুরআন-হাদিসে উমরের খিলাফতের প্রতি ইঙ্গিত ১৩৮
তিন : উমরের খিলাফতে সাহাবিদের ঐকমত্য ১৪৪

চার : খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণের পর অভিষেক বক্তৃতা ১৪৬
পাঁচ : মজলিসে শূরা গঠন ১৫৪
ছয় : ন্যায়-ইনসাফ ১৬০
সাত : স্বাধীনতা ১৭০
আট : খলিফার ব্যয়, হিজরি তারিখের প্রচলন ও 'আমিরুল মুমিনিন' উপাধি ১৯১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উত্তম গুণাবলি, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন এবং আহলে বায়তের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন # ১৯৮

এক : প্রশংসনীয় গুণাবলি ১৯৮
দুই : পারিবারিক জীবন ২১৩
তিন : আহলে বায়তের প্রতি হৃদ্যতা ২২০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সামাজিক জীবন ও সমাজসংস্কার # ২৩০

এক : সামাজিক জীবন ২৩০
দুই : সমাজসংস্কার ২৫৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উমরের কাছে জ্ঞান ও জ্ঞানীদের কদর এবং শিক্ষা-প্রশিক্ষণ # ২৮৮

এক : ইলমের গুরুত্ব ও উৎসাহ ২৮৮
দুই : উমর এবং কবি ও কবিতা ৩২৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নতুন জনপদ বিনির্মাণ : উন্নতি ও সংকট নিরসন # ৩৫০

এক : নির্মাণশিল্পের উন্নয়ন ৩৫০
দুই : অর্থনৈতিক বিপর্যয় বা দুর্ভিক্ষের বছর ৩৭০

ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করি এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা চাই। প্রবৃত্তির অনিষ্ট ও সব ধরনের মন্দ আমল থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে পথ দেখান, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না; আর তিনি যাকে পথহারা করেন, কেউ তাকে পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

আল্লাহ বলেন,

> হে ইমানদাররা, তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করো। আর মুসলিম হওয়া ছাড়া যেন তোমাদের মৃত্যু না হয়। [সুরা আলে ইমরান : ১০২]

অন্য আয়াতে বলেন,

> হে মানবজাতি, তোমাদের রবকে ভয় করো। যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে; আর সেই একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর জোড়া। তারপর তাঁদের দুজন থেকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। সেই আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের থেকে নিজেদের হক আদায় করে থাকো এবং আত্মীয়তা ও নিকট-সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাকো। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, আল্লাহ তোমাদের ওপর কড়া নজর রেখেছেন। [সুরা নিসা : ১]

> হে ইমানদাররা, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সংশোধন করে দেবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে বড় সাফল্য অর্জন করে। [সুরা আহজাব : ৭০-৭১]

আপনাদের সামনে *সিরাতু আমিরিল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব শাখসিয়াতুহু ওয়া আসরুহু* নামে যে গ্রন্থ রয়েছে, এর রচনা সম্পন্ন হওয়ায় প্রথমে আমি আল্লাহর শুকরিয়া

আদায় করছি। এরপর সে-সকল আলিম, শায়খ ও দায়ির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যাঁরা খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগের ইতিহাস অধ্যয়ন করতে আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহ জুগিয়েছেন। এমনকি একজন আলিম তো আমাকে বলেই বসেছেন, 'বর্তমানের মুসলিমদের সঙ্গে ইসলামের প্রথম যুগের মুসলিমদের বিরাট এক ব্যবধান তৈরি হয়ে গেছে। কালের বিবর্তনে সেই ব্যবধান আরও প্রকট হচ্ছে। বিশালসংখ্যক মুসলিম খুলাফায়ে রাশিদিনের জীবনীর তুলনায় এখন অন্যান্য দায়ি, আলিম বা মনীষীর জীবনী ও ইতিহাস অধ্যয়নে অধিক উৎসাহী হয়ে উঠেছে। অথচ খুলাফায়ে রাশিদিনের জীবন-ইতিহাস, রাজনীতি, দীক্ষা, চরিত্র, অর্থনীতি, চিন্তা, জিহাদ ও ফিকহ—এগুলো সব দিক বিচারে অন্য সবার জীবন-ইতিহাস থেকে অনন্য এবং আমাদের তা অধ্যয়ন করে শিক্ষালাভ করাও জরুরি। তা ছাড়া শক্তিশালী একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত হয়েছিল তাঁদেরই যুগে।'

মোটকথা, একটি রাষ্ট্র পরিচালনায় যত বিভাগ রয়েছে—যেমন : প্রশাসনিক, বিচারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিকবিভাগ—সব ক্ষেত্রেই তাঁরা ছিলেন পথিকৃৎ। তাঁদের সেসব অমর কীর্তি আমাদের জন্য অনুসরণীয়। ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁদের দেখানো পথে চলা জরুরি। ন্যায়-ইনসাফ, সম্পদের সুষম বণ্টন, শাসনব্যবস্থাপনা, প্রতিরক্ষা-কৌশল, প্রশাসক ও গভর্নর নিয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁরাই আমাদের আদর্শপুরুষ। কারণ, ইসলামের ইতিহাসে মুসলিমরা কখনোই খুলাফায়ে রাশিদিনের চেয়ে বেশি উন্নতি করতে পারেননি। ভাবতে অবাক লাগে, কীভাবে তাঁরা দিগ্‌ভ্রান্ত জাতিকে সঠিক পথের দিশা দিতে পৃথিবীর নানা প্রান্তে অকুতোভয় অভিযান পরিচালনা করেছিলেন! কী ছিল তাঁদের সফলতার মূলমন্ত্র—এসব জানা আমাদের জন্য আবশ্যক।

গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে প্রথমে আমি মানসিকভাবে একটা ছক তৈরি করি। আল্লাহ তাআলা তা অস্তিত্বে আনতে চেয়েছেন বলেই আমাকে তাওফিক দিয়েছেন। আমার জন্য বিষয়টি সহজ করে সব প্রতিবন্ধকতা দূর করে জোগাড় করে দিয়েছেন প্রয়োজনীয় পাথেয়। সহজলভ্য করে দিয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ উৎসগ্রন্থ। আল্লাহর শোকর ও অনুগ্রহ, তিনি আমাকে সর্বোচ্চ সাহায্য করেছেন।

খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগের ইতিহাস শিক্ষা ও উপদেশে ভরপুর। আর উৎসগ্রন্থগুলোও—হোক তা ইতিহাস, ফিকহ বা সাহিত্যের কিংবা হাদিস, তাফসির, জীবনচরিত বা জারহ-তাদিলের—সবটাতেই ছড়িয়ে আছে মূল্যবান সব তথ্য ও শিক্ষা। আমি সাধ্যের সবটুকু দিয়ে গ্রন্থগুলো পড়েছি, ছেঁকেছি। গ্রন্থ রচনার সময় আমি এমন অনেক তথ্য ও বর্ণনা পেয়েছি, যার বাস্তবতা জানা বেশ কঠিন কাজ। তাই প্রথমে সেই তথ্য ও বর্ণনাগুলো একত্রিত করেছি। তারপর এগুলো ক্রমানুসারে এবং বিষয়ভিত্তিক

সাজিয়ে উৎসগ্রন্থগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি। এরপর সেগুলোর নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করেছি।

তো এই ধারাবাহিকতায় প্রথম যে গ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে, তা আবু বকর সিদ্দিক রা. সম্পর্কে ছিল। আমি গ্রন্থটির নামকরণ করেছি, *আবু বকর আস-সিদ্দিক শাখসিয়াতুহু ওয়া আসরুহু*।

আল্লাহর অসীম রহমতে গ্রন্থটি আরবের বিভিন্ন লাইব্রেরি ও বিশ্বের অনেক বইমেলায় ব্যাপক সুনাম কুড়িয়েছে। অসংখ্য পাঠক, দায়ি, আলিম, তালিবুল ইলম ও সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে গেছে। পাঠ শেষে তাঁরা আমাকে ব্যাপক উৎসাহ জুগিয়েছেন, যাতে আমি খুলাফায়ে রাশিদিনের জীবনীভিত্তিক এমন গ্রন্থ রচনার ধারা অব্যাহত রাখি এবং সেই যুগের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি যুগোপযোগী করে সুস্পষ্টভাবে উম্মাহর সামনে পেশ করি।

খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগের ইতিহাস শিক্ষার উপকরণে ভরপুর। সেই ইতিহাস যদি আমরা 'জয়িফ'[১], 'মাওজু'[২] বর্ণনা, প্রাচ্যবিদ ও সেকুলারদের প্রোপাগান্ডা আর রাফিজি গোষ্ঠীর চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে সুন্দর ও সাবলীল আঙ্গিকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারি এবং এতে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসৃত পন্থার ওপর আস্থা রেখে এগোতে পারি, তাহলে আহলুস সুন্নাতের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই ইতিহাস পেশ করতে সফল হব। সর্বোপরি মহান সত্তার অধিকারী খুলাফায়ে রাশিদিনের জীবনচরিত এবং তাঁদের যুগের অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পারব; যাঁদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন,

> আর মুহাজির ও আনসারদের যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে ইখলাসের সঙ্গে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত

---

[১] যে হাদিসের মধ্যে হাসান হাদিসের শর্তগুলো অবিদ্যমান দেখা যায়, মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় তাকে জয়িফ বা দুর্বল হাদিস বলে। অর্থাৎ, রাবির তথা বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততা বা স্মৃতির ঘাটতি, সনদের মধ্যে কোনো একজন রাবি তাঁর ঊর্ধ্বতন রাবি থেকে সরাসরি ও স্বকর্ণে শোনেননি বলে প্রমাণিত হওয়া বা দৃঢ় সন্দেহ হওয়া, অন্যান্য প্রমাণিত হাদিসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়া, অথবা সূক্ষ্ম কোনো সনদগত বা অর্থগত ত্রুটি থাকা ইত্যাদি যেকোনো একটা বিষয় কোনো হাদিসের মধ্যে থাকলে হাদিসটি জয়িফ বলে গণ্য। কোনো হাদিসকে 'জয়িফ' গণ্য করার অর্থ হলো, হাদিসটি রাসুল ﷺ-এর কথা হিসেবে প্রমাণিত নয়। তিনি বলতেও পারেন আবার না-ও বলতে পারেন। এ জন্য জয়িফ হাদিস দ্বারা শরিয়তের হুকুম সাব্যস্ত হয় না। —অনুবাদক।

[২] যে হাদিসের রাবি জীবনে কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে রাসুল ﷺ-এর নামে বানোয়াট কথা সমাজে প্রচার করেছে; অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে হাদিসের সূত্র (সনদ) বা মূল বাক্যের মধ্যে কমবেশি করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদিসকে বানোয়াট বা মাওজু হাদিস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়। —অনুবাদক।

করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। এটিই মহাসাফল্য। [সূরা তাওবা : ১০০]

আল্লাহ আরও বলেছেন,

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল; আর তাঁর সঙ্গে যারা আছে, তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে আপসহীন এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পর দয়াপরবশ। তোমরা যখনই তাদের দেখবে, রুকু ও সিজদারত অবস্থায় দেখতে পাবে। [সূরা ফাতহ : ২৯]

তাঁদের ব্যাপারে রাসুল ﷺ বলেছেন, 'আমার উম্মতের সবচেয়ে উত্তম যুগ হচ্ছে, যে যুগে আমাকে পাঠানো হয়েছে।'[৩] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. তাঁদের সম্পর্কে বলেছেন, 'কেউ যদি উত্তম ব্যক্তিদের অনুসরণ করতে চায়, সে যেন তাঁদের অনুসরণ করে, যাঁরা ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন। কারণ, জীবিতরা ফিতনামুক্ত থাকার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে না। আর সেই অনুসৃত মৃত ব্যক্তিরা হচ্ছেন মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবিরা। আল্লাহর শপথ, তাঁরা এ উম্মতের সর্বোত্তম মানুষ। দৃঢ় ইমানের অধিকারী। জ্ঞানে সর্বোচ্চ গভীরতা অর্জনকারী এবং সবচেয়ে কম লৌকিকতার অধিকারী। তাঁরা এমন এক সম্প্রদায় ছিলেন, আল্লাহ যাঁদের রাসুলের সাহাবি হওয়া এবং তাঁর দীন প্রতিষ্ঠিত করতে নির্বাচিত করেছিলেন। তোমরা নির্দ্বিধায় তাঁদের মাহাত্ম্য স্বীকার করে নাও। কদমে কদমে তাঁদের অনুসরণ করো। সর্বোচ্চ শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে তাঁদের আচার-আচরণ ও ধর্মীয় মূল্যবোধ আঁকড়ে ধরো। কারণ, তাঁরা ছিলেন সরল পথের পথিক।'[৪]

সাহাবিরা যথাযথভাবে ইসলামি বিধিবিধানের ওপর আমল করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন এবং তা ছড়িয়ে দিয়েছেন গোটা পৃথিবীতে। তাঁদের যুগ ছিল সর্বোত্তম যুগ। তাঁরা মুসলিমদের কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। রাসুলের সুন্নাত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের সেই চিন্তাধারা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, জ্ঞানবিজ্ঞান, জিহাদ-বিজয়সহ অন্যান্য অভিযানের বিস্তারিত ইতিহাস জাতির এক গৌরবময় ইতিহাস। সঠিক পথের দিশারিদের জন্য তাতে রয়েছে পূর্ণ রসদ ও পাথেয়। তাঁদের আলোচনা দ্বারা আপনি এমন খোরাক পাবেন, যা আত্মা করবে তৃপ্ত, মন করবে পরিষ্কার, বিবেক-বোধ করবে শানিত।

আমাদের উচিত, খুলাফায়ে রাশিদিনের জীবনী, তাঁদের সম্মান, মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ে পড়াশোনা করা। কারণ, সাহাবিদের জীবনী পড়লে তাঁদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা বাড়বে। তাঁদের প্রশংসা, তাঁদের জন্য দুআ ও ক্ষমাপ্রার্থনার পথ প্রশস্ত হবে। তাঁদের সম্পর্কে সবসময় ভালো আলোচনার বিষয়টি সহজ হবে। তাঁদের জীবনচরিত পড়লে

[৩] সহিহ মুসলিম : ৪/১৯৬৩-৬৪।

[৪] *শারহুস সুন্নাহ*—বাগাবি : ১/২১৪-২১৫।

তাঁদের সঙ্গে সাদৃশ্য অবলম্বনের প্রতি আপনি যত্নশীল হতে পারবেন; আর জীবনচলার পথে সাহাবিদের সঙ্গে আপনি যত বেশি সাদৃশ্য বজায় রাখতে পারবেন, কল্যাণের তত বেশি কাছাকাছি থাকতে পারবেন।

আমাদের উপদেশ দিয়ে যায় খিলাফতে রাশিদার যুগ। তাঁদের মধ্যে আমরা পাই অফুরন্ত শিক্ষার উপকরণ। চিন্তায় আনে দৃঢ়তা। মুবাল্লিগ, শিক্ষক, বিদ্বান এবং উম্মতের অন্য সদস্যরা সেই ইতিহাসে প্রজ্ঞাদীপ্ত এমন দীক্ষা পাবেন, যা নববি ছাঁচে মুসলিম নবপ্রজন্মকে প্রস্তুত করে গড়ে তুলতে সহায়ক হিসেবে প্রমাণিত। এতে সবাই খিলাফতে রাশিদার দেখানো পথ ও তাঁদের নেতৃত্বে গড়া যুবকদের গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং অধঃপতনের কারণ জানতে পারবে।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি খুলাফায়ে রাশিদিন সম্পর্কে দ্বিতীয় গ্রন্থ। এতে উমর ইবনুল খাত্তাবের যুগ, জীবন ও কীর্তি আলোচনা করা হয়েছে। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় খলিফায়ে রাশিদ। আবু বকর সিদ্দিকের পর তিনি ছিলেন সাহাবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। রাসুল ﷺ আমাদের উৎসাহিত করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে আমরা তাঁদের অনুসরণ করি এবং তাঁদের দেখানো পথে চলি। তিনি বলেছেন, 'তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাত আঁকড়ে থাকবে এবং আমার পরে খুলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নাত মেনে চলবে।'[৫]

সুতরাং বোঝা গেল, উমর রা. নবি-রাসুল ও আবু বকরের পর এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। তাঁদের উভয়ের ব্যাপারে রাসুল ﷺ বলেছেন, 'তোমরা আমার পর আবু বকর ও উমরের অনুসরণ করবে।'[৬] রাসুল ﷺ আরও বলেছেন, 'তোমাদের আগের উম্মতদের মধ্যে ইলহামপ্রাপ্ত[৭] কিছু লোক ছিলেন; আর আমার উম্মতে এমন কোনো লোক হলে তিনি হবেন উমর।'[৮] উমরের মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের বর্ণনায় এমন অসংখ্য হাদিস ও প্রসিদ্ধ বর্ণনা রয়েছে।

রাসুল ﷺ বলেছেন, 'আমি (স্বপ্নে) দেখি, একটা কূপের পাশে বড় বালতি দিয়ে পানি তুলছি। এরপর আবু বকর এসে দুর্বলতার সঙ্গে এক বা দুই বালতি পানি তোলেন। আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন।[৯] এরপর উমর আসেন। বালতিটি কূপে নিক্ষেপ করে ওঠানোর

[৫] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪/২০১; *তিরমিজি* : ৫/৪৪—হাদিসটি সহিহ হাসান।

[৬] *সুনানুত তিরমিজি* : ৩/২০০।

[৭] আল্লাহর ওলিদের মাধ্যমে বা তাঁদের কেন্দ্র করে কখনো কখনো অলৌকিক কিছু ঘটনা ঘটে। একে কারামত বলে। তদ্রূপ কখনো প্রিয় বান্দাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলা কোনো অজানা বা অদৃশ্য বিষয় উন্মোচিত করে দেন। একে পরিভাষায় কাশফ ও ইলহাম বলে। অনেকে এটিকেই ফিরাসাত বলেন। মূলত কাশফ ও ইলহাম কারামতেরই একটি প্রকার। —অনুবাদক।

[৮] *সহিহ বুখারি* : ৩৬৮৯; *সহিহ মুসলিম* : ২৩৯৮।

[৯] সে যুগে মুসলিমরা কথায় কথায় 'আল্লাহ ক্ষমা করুন' বলতেন। এ জন্য আবু বকরের ক্ষেত্রেও কথাটি সেভাবে প্রযোজ্য।

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

খলিফাতুল মুসলিমিন

উমর

ইবনুল খাত্তাব রা.

(শেষ খণ্ড)

খলিফাতুল মুসলিমিন

উমর

ইবনু ইবনুল খাত্তাব রা.

[শেষ খণ্ড]

মূল : ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

অনুবাদ : কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

সম্পাদক : আবুল কালাম আজাদ

কালান্তর প্রকাশনী

দ্বিতীয় সংস্করণ ও তৃতীয় মুদ্রণ : একুশে গ্রন্থমেলা ২০২১
প্রকাশকাল : একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৮

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৫২০, US $ 15, UK £ 10

প্রচ্ছদ : শাহ ইফতেখার তারিক
নামলিপি : সাইফ সিরাজ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 9 780692 820643

UMAR IBN KHATTAB RA.[2nd]
by Dr. Ali Muhammad Sallabi

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

সূচিপত্র

চতুর্থ অধ্যায়

অর্থ ও বিচারবিভাগ এবং উমরের শাসনামলে এর উন্নতিসাধন ১১

প্রথম পরিচ্ছেদ

অর্থবিভাগ প্রতিষ্ঠা ১৩

এক : উমরের খিলাফতকালে রাজস্বখাত ১৩

দুই : ইসলামি বায়তুলমাল ও দিওয়ানব্যবস্থাপনা ৫২

তিন : ফারুকি শাসনামলে রাষ্ট্রীয় ব্যয়খাত ৫৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিচারবিভাগ প্রতিষ্ঠা ৭১

এক : বিচারপতিদের নামে উমরের গুরুত্বপূর্ণ চিঠি ৭৫

দুই : বিচারক নিয়োগ, তাদের বেতন ও বিচারকার্যের পরিধি ৭৯

তিন : বিচারকের গুণাবলি ও তার দায়িত্ব ৮২

চার : বিচারিক বিধানাবলির মূলনীতি ৯১

পাঁচ : বিচারক যেসব প্রমাণের ভিত্তিতে ফায়সালা করবেন ৯৫

ছয় : উমর প্রদত্ত কিছু শাস্তির দৃষ্টান্ত ১০০

সাত : অপব্যবহার রোধে ব্যক্তিগত মালিকানায় হস্তক্ষেপ ১১২

আট : এক বৈঠকে তিন তালাককে তিনটিই গণ্য করতেন ১১৫

নয় : মুতা-বিয়ে হারাম হওয়া প্রসঙ্গ ১১৭

দশ : উমরের ফিকহি কিছু দৃষ্টিভঙ্গি ১২০

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাদেশিক গভর্নরদের সঙ্গে ফারুকি কর্মপদ্ধতি ১২৫

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্রের প্রদেশ (বিভাগ) ১২৭

এক : মক্কা মুকাররামা ১২৭
দুই : মদিনা ১২৮
তিন : তায়েফ ১২৯
চার : ইয়ামেন ১৩০
পাঁচ : বাহরাইন ১৩১
ছয় : মিসর ১৩৪
সাত : সিরিয়ার রাজ্যসমূহ ১৩৫
আট : ইরাক ও পারস্যপ্রদেশ ১৩৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
উমরের খিলাফতকালে প্রাদেশিক গভর্নর নিয়োগপদ্ধতি ১৪৮
এক : গভর্নর নির্বাচনে উমরের মানদণ্ড ও অপরিহার্য শর্তাবলি ১৪৯
দুই : প্রাদেশিক গভর্নরদের গুরুত্বপূর্ণ গুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলি ১৫৮
তিন : গভর্নরদের অধিকার ১৬২
চার : গভর্নরদের দায়িত্ব ১৬৮
পাঁচ : অনুবাদবিভাগ ও গভর্নরদের রুটিন ১৮১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
রাজ্য-প্রশাসকদের পর্যবেক্ষণ ও তদন্তকমিটি ১৮৩
এক : রাজ্য-প্রশাসকদের পর্যবেক্ষণ ও তদন্ত ১৮৩
দুই : প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের ব্যাপারে জনসাধারণের অভিযোগ ১৮৯
তিন : রাজ্য-প্রশাসকদের দেওয়া সাজার ধরন ২০১
চার : খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের অপসারণের ঘটনা ২০৮

ষষ্ঠ অধ্যায়
ফারুকি যুগে ইরাক ও পূর্বাঞ্চল বিজয় ২২৩

প্রথম পরিচ্ছেদ
ইরাক ও পূর্বাঞ্চল বিজয়ের দ্বিতীয় ধাপ ২২৫
এক : আবু উবায়েদ সাকাফির নেতৃত্বে ইরাকযুদ্ধ ২২৫
দুই : নামারিক, সাকাতিয়া ও বারুসমাযুদ্ধ ২২৮
তিন : ১৩ হিজরির জাসর বা সেতুযুদ্ধ ২৩৩
চার : ১৩ হিজরিতে বুওয়াইবের রণক্ষেত্র ২৩৭

পাঁচ : বাজারে অতর্কিত আক্রমণ ২৪৮
ছয় : মুসলমানদের ধারাবাহিক বিজয় ও পারসিকদের প্রতিক্রিয়া ২৫৩
সাত : মুসান্নার প্রতি উমরের উপদেশ ২৫৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
কাদিসিয়ার যুদ্ধ **২৫৭**
এক : ইরাকযুদ্ধে সাআদ ইবনু আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্ব ২৫৮
দুই : পারস্যসম্রাটের সঙ্গে আলোচনায় প্রতিনিধি প্রেরণ ২৭৭
তিন : রুস্তমকে ইসলামের দাওয়াত ২৮২
চার : রণপ্রস্তুতি ২৮৯
পাঁচ : কাদিসিয়াযুদ্ধের শিক্ষা ৩২০
ছয় : মাদায়েন বিজয় ৩৩৩
সাত : জালুলা অভিযান ৩৪৬
আট : রামহরমুজ বিজয় ৮৫১
নয় : তুসতার (তুশতুর) বিজয় ৩৫২
দশ : জুনদি সাবুর (গুনদিশাপুর) বিজয় ৩৫৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
নাহাওন্দ অভিযান [ফাতহুল ফুতুহ বা মহাবিজয়] **৩৫৯**
এক : নাহাওন্দ অভিযানে সম্পর্কে উমরের বিচক্ষণতা ও পদক্ষেপ ৩৬৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
পূর্বাঞ্চলে বিজয়ের দ্বার উন্মোচন **৩৬৭**
এক : ২২ হিজরিতে হামাদানের দ্বিতীয় বিজয় ৩৬৭
দুই : ২২ হিজরিতে রায় বিজয় ৩৬৮
তিন : ২২ হিজরিতে কোমিস ও জুরজান বিজয় ৩৬৯
চার : ২২ হিজরিতে আজারবাইজানেব বিজয় ৩৬৯
পাঁচ : ২২ হিজরিতে আলবাব বিজয় ৩৭০
ছয় : তুর্কিদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ ৩৭১
সাত : ২২ হিজরিতে খোরাসানযুদ্ধ ৩৭২
আট : ২৩ হিজরির ইসতিখার বিজয় ৩৭৭
নয় : ২৩ হিজরিতে ফাসা ও দারু আবজারদ বিজয় ৩৭৭
দশ : ২৩ হিজরিতে কিরমান ও সিজিস্তান বিজয় ৩৭৮

এগারো: ২৩ হিজরিতে মাকরান বিজয় ৩৭৮
বারো : কুর্দিদের সঙ্গে যুদ্ধ ৩৭৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
ইরাক ও পূর্বাঞ্চল বিজয়ে প্রাপ্ত শিক্ষা ও তাৎপর্য ৩৮১
এক : মুজাহিদদের অন্তরে কুরআন-হাদিসের প্রভাব ৩৮১
দুই : আল্লাহর পথে জিহাদের কিছু ফলপ্রসূ দিক ৩৮৫
তিন : ইরাক ও পূর্বাঞ্চল বিজয়ে আল্লাহর নিয়মের বহিঃপ্রকাশ ৩৮৫
চার : আহনাফ ইবনু কায়েসের ঐতিহাসিক ভূমিকা ৩৯১

সপ্তম অধ্যায়
সিরিয়া, মিসর ও লিবিয়া বিজয় ৩৯৩

প্রথম পরিচ্ছেদ
সিরিয়া বিজয় ৩৯৩
এক : দামেশক বিজয় ৩৯৯
দুই : ফিহলযুদ্ধ ৪০৫
তিন : বিসান ও তাবারিয়া বিজয় ৪১১
চার : ১৫ হিজরিতে হিমসের যুদ্ধ ৪১১
পাঁচ : ১৫ হিজরিতে কিন্নাসরিনের যুদ্ধ ৪১৩
ছয় : ১৫ হিজরিতে কায়সারিয়ার যুদ্ধ ৪১৩
সাত : ১৬ হিজরিতে বায়তুল মাকদিস বিজয় ৪১৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
মিসর ও লিবিয়ার বিজয়সমূহ ৪৩৬
এক : ইসলামি বিজয়ধারা মিসরের দিকে ৪৩৮
দুই : আলেকজান্দ্রিয়া বিজয় ৪৪৪
তিন : বারকা ও ত্রিপোলি বিজয় ৪৫০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
মিসর বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও তাৎপর্য ৪৫২
এক : উবাদা ইবনুস সামিত আনসারির দূতিয়ালি ৪৫২
দুই : মিসরের বিজয়সমূহে সমরকুশলতা ৪৫৭
তিন : উমরের কাছে বিজয়ের সুসংবাদ ৪৬১

চার : উমর ফারুক রা. এবং অঙ্গীকার পূরণ ৪৬২
পাঁচ : আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রা. ৪৬৪
ছয় : আমিরুল মুমিনিনের জন্য মিসরে বিশ্রামাগার ৪৬৫
সাত : আলেকজান্দ্রিয়ার পাঠাগার কি মুসলমানরা পুড়িয়েছে ৪৬৫
আট : পোপ বেনজামিনের সঙ্গে আমর ইবনুল আসের সাক্ষাৎ ৪৬৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ফারুকি যুগে বিজয়াভিযান : গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও তাৎপর্য ৪৬৯

এক : ইসলামি বিজয়ের প্রকৃতি ৪৬৯
দুই : বাহিনী-প্রধান বাছাইয়ে ফারুকি পদ্ধতি ৪৭১
তিন : উমরের চিঠিপত্রে আল্লাহ, বাহিনী-প্রধান এবং সেনাদের ... ৪৭৪
চার : দেশের সীমান্ত রক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব ৪৮৯
পাঁচ : উমরের সঙ্গে রাজা-বাদশাহদের কূটনৈতিক সম্পর্ক ৪৯৫
ছয় : উমরের বিজয়ের ফলাফল ৮৯৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উমরের জীবনের শেষ দিনগুলো ৪৯৯

এক : ফিতনা সম্পর্কে উমর ও হুজায়ফার মধ্যে কথোপথন ৪৯৯
দুই : উমরের শাহাদাত ও নতুন নেতৃত্বের জন্য উপদেষ্টা-পরিষদ গঠন ৫০৫
তিন : পরবর্তী খলিফার জন্য উমরের অসিয়ত ৫১৩
চার : জীবনের অন্তিম মুহূর্ত ৫২০
পাঁচ : গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও তাৎপর্য ৫২৬

চতুর্থ অধ্যায়

অর্থ ও বিচারবিভাগ এবং উমরের শাসনামলে এর উন্নতিসাধন

- অর্থবিভাগ প্রতিষ্ঠা
- বিচারবিভাগ প্রতিষ্ঠা

প্রথম পরিচ্ছেদ

অর্থবিভাগ প্রতিষ্ঠা

এক. উমরের খিলাফতকালে রাজস্বখাত

খিলাফতে রাশিদার শাসনামলে মুসলমানরা ধনসম্পদ সর্বতোভাবে আল্লাহর নিয়ামত মনে করতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, মানুষ কেবল তার পাহাদার ও প্রতিনিধি। আল্লাহর শর্ত ও সীমার প্রতি লক্ষ রেখেই তা ব্যয় করা যেতে পারে। তাই তো কুরআনে সম্পদের ব্যবহার-সংক্রান্ত সব ধরনের বিধান বিন্যস্তরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন,

> তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো এবং ব্যয় করো সে সম্পদ থেকে, যার প্রতিনিধিত্বমূলক মালিকানা তিনি তোমাদের দিয়েছেন। [সূরা হাদিদ : ৭]

তিনি আরও বলেন,

> হে ইমানদারগণ, আমি তোমাদের যা কিছু দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করো। [সূরা বাকারা : ২৫৪]

কল্যাণকর্ম ও নেকির আলোচনায় আল্লাহ বলেন,

> যে ব্যক্তি সম্পদের প্রতি মায়া থাকা সত্ত্বেও তা নিকটাত্মীয়, ইয়াতিম, অসহায়, মুসাফির ও প্রার্থনাকারীকে দান করে ও বন্দিমুক্তিতে ব্যয় করে। [সূরা বাকারা : ১৭৭]

সুতরাং ধনসম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করা এ কথার স্বীকারোক্তি দেওয়া যে, ব্যক্তির অর্জিত সম্পদ আল্লাহরই দেওয়া রিজিক।

তিনি আরও বলেন,

> আসমানেই রয়েছে তোমাদের রিজিক এবং প্রতিশ্রুত সবকিছু। [সুরা জারিয়াত : ২২]

ধনসম্পদ আল্লাহর। কেননা, তিনিই তা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর নিয়ামতের ব্যাপারে এই স্বীকারোক্তিই তাঁর বান্দাদের সঙ্গে সুন্দর আচরণের প্রেরণা জোগায়।[১]

এই ইমান, বোধ ও বিশ্বাসের কারণেই উমরের খিলাফতকালে রাজস্বখাতে প্রশস্ততা আসে। ইসলামি সালতানাতের অধীনে বড় বড় শহর বিজিত হয় এবং রাজস্ব আয় বেড়ে যায়। আর বিভিন্ন জাতি-গোত্র তাদের সামনে শিরাবনত হয়। উমর রা. তাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পথ সুগম করেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সন্ধির মাধ্যমে ইসলামি খিলাফতের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। আবার অনেককে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুসলমানদের আনুগত্য মেনে নিতে হয়।

এসব বিজয়ের ফলে ইসলামি সালতানাত এমন কিছু ভূমি লাভ করে, যেগুলো বিভিন্ন যুদ্ধ ও অভিযানের ফলে বিজিত হয়েছে। আবার এমন ভূমিও হস্তগত হয়েছে, যেগুলো সেখানকার অধিবাসীরা সন্ধি ও শান্তির লক্ষ্যে ইসলামি সালতানাতের হাতে সোপর্দ করে দিয়েছে। এ ছাড়া এমন কিছু ভূমিও মুসলমানদের হাতে আসে, যেগুলোর মালিকরা অন্যত্র পুনর্বাসিত করা হয়েছিল; অথবা সেগুলো পূর্বকার শাসক-জায়গিরদারদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ওই সব বিজিত অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে আহলে কিতাব—অর্থাৎ ইয়াহুদি-খ্রিষ্টানও ছিল। এ জন্য উমর রা. তাদের সঙ্গে আল্লাহর দেওয়া শরিয়তের বিধানের আলোকে আচরণ করেন। তিনি তাঁর রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিভিন্ন দিওয়ান-দপ্তরের আঙ্গিকে বিন্যাস করে এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ঘটান—হোক তা রাজস্ব-সংক্রান্ত বা ব্যয়খাতবিষয়ক কিংবা মানবাধিকারবিষয়ক। উমরের খিলাফতকালে দেশীয় রাজস্বের পরিমাণ যখন ধাপে ধাপে বাড়তে শুরু করে, তিনিও সুদক্ষ ব্যবস্থাপনায় তাতে সমৃদ্ধি ঘটাতে থাকেন। এবং এসবের দেখাশোনা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য তিনি কর্মচারী নিয়োগ দিতে থাকেন।

গুরুত্বপূর্ণ রাজস্বখাতের অন্যতম ছিল জাকাত, গনিমত, ফাই, জিজয়া, খারাজ ও ব্যবসায়ীদের আয়কর। তিনি এসব রাজস্বখাতের উন্নতিকল্পে জোর দেন এবং শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে যারা এর অধিক হকদার, তাদের অগ্রাধিকার দেন। এ ক্ষেত্রে তিনি বেশ কিছু ইজতিহাদ করেন। কেননা, তাঁর শাসনামলে এমন কিছু

[১] *দিরাসাতু ফিল হাজারাতিল ইসলামিয়া* : ২৫৩, আহমাদ ইবরাহিম শারিফ।

নতুন বিষয় দেখা দেয়, যার অস্তিত্ব রাসুলের যুগে ছিল না।[২]

উমর রা. কিতাব ও সুন্নাহর বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে ছিলেন অতুলনীয় এক ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কোনো ক্ষেত্রেই মুসলমানদের সুযোগ-সুবিধার ওপর নিজের সুযোগ-সুবিধাকে প্রাধান্য দিতেন না। প্রান্তিক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতেন না যে, নিজের মত অন্যের ওপর চাপিয়ে দেবেন। কোনো সমস্যা দেখা দিলে তিনি মুসলমানদের সমবেত করে সবার কাছে পরামর্শ চাইতেন। তারপর সবার মতামতের আলোকে সিদ্ধান্ত নিতেন।[৩]

যাইহোক, তাঁর শাসনামলের গুরুত্বপূর্ণ রাজস্বখাতগুলোর ওপর এখানে সবিস্তার আলোকপাত করা হচ্ছে :

১. জাকাত

ইসলামের স্তম্ভসমূহের মধ্যে জাকাত হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক একটি স্তম্ভ এবং প্রথম আসমানি আইন। ধনীদের সম্পদে তা ফরজ করা হয়েছে। শস্য, ফল, স্বর্ণ, রুপা, বাণিজ্যপণ্য ও চতুষ্পদ জন্তুর নির্ধারিত নিসাবের অনুপাতিক হার তাদের থেকে সংগ্রহ করে গরিব-মিসকিন ও অভাবীদের দেওয়া হবে, যাতে ধনী-গরিব নির্বিশেষ সবার মধ্যে পারস্পরিক সমতা, একতা ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি হয়। তারা সুখে-দুঃখে একে অপরের অংশীদার হতে পারে।

মোটকথা, জাকাত শরয়ি এমন এক আবশ্যিক বিধান, যা সম্পদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর সম্পদ এমন বস্তু, যাকে জীবনের মেরুদণ্ড জ্ঞান করা হয়। জগতে এমন বহু মানুষ রয়েছে, যারা সম্পদের বেলায় সৌভাগ্যবান। আবার এমনও অনেক মানুষ আছে, এ ব্যাপারে নিয়তি যাদের সহায় হয়নি। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে এমন ব্যবধান আল্লাহরই নিয়ম। তাঁর নিয়মের ব্যত্যয় হতে পারে না কিছুতেই। যেহেতু মানুষের জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ধনসম্পদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকারের উপায় নেই, তাই ইসলাম তার বিধিবিধানে সম্পদের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। সর্বোচ্চ মাত্রার জোর দিয়েছে জাকাতের ক্ষেত্রে। এ লক্ষ্যে পরিপূর্ণ প্রজ্ঞাদীপ্ত ও সহনশীল ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে, যার মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে জন্ম নেয় সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি।[৪]উমর ফারুক রা. রাসুল ﷺ ও আবু বকর সিদ্দিকের পথ ও কর্মপন্থার

---

[২] *দিরাসাতু ফিল হাজারাতিল ইসলামিয়া*, আহমাদ ইবরাহিম শারিফ : ২৫৪।

[৩] *মাবাদিউন নিজামিল ইকতিসাদিল ইসলামি*, ড. সাআদ ইবরাহিম সালিহ : ২১৩।

[৪] *সিয়াসাতুল মালি ফিল ইসলাম ফি আহদি উমর ইবনিল খাত্তাব*, আবদুল্লাহ জামআন সাদি : ৮।

আলোকে আমল করেন। গঠন করেন 'বায়তুজ জাকাত বা জাকাতবিভাগ'। বিজিত অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিলে তিনি ইসলামি শাসনাধীন বিভিন্ন এলাকায় জাকাত উসুলের জন্য কর্মকর্তা পাঠান। জাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ ছিল খিলাফতে রাশিদার স্বতন্ত্র গুণ। রাষ্ট্রীয় কোষাগারে কোনোরূপ গড়বড়ের বিন্দুমাত্র আশঙ্কাও ছিল না। ইনসাফভিত্তিক এই ব্যবস্থাপনায় সতেজতা আনতে উমর রা. তাঁর জাকাত উসুলকারী হুঁশিয়ার করতেন। অধিক দুধেল ও বড় স্তনবিশিষ্ট বকরি উসুলের কারণে তাদের ধমক দিতেন। তিনি বলেছেন, 'এই বকরির মালিক এটা তোমাকে খুশিমনে দেয়নি। মানুষকে দুর্দশায় ফেলো না।'[৫]

সিরিয়ার কিছু লোক উমরের কাছে এসে বলল, 'আমরা কিছু সম্পদ, ঘোড়া ও দাস পেয়েছি; নিজেদের সম্পদ পবিত্র রাখতে সেগুলোর জাকাত দিতে চাই।' তিনি বললেন, 'আমার পূর্বে আমার সঙ্গীদ্বয় যা করেছেন, আমি তা-ই করব।' এরপর তিনি রাসুলের সাহাবিদের কাছে পরামর্শ চান। তাঁদের মধ্যে আলি রা.-ও ছিলেন। তিনি বললেন, 'এটা ভালো প্রস্তাব। তবে শর্ত হচ্ছে, নির্ধারিত অংশটি যেন জিজয়ার আদলে না হয়, যাতে আপনার পরেও তা উসুল করা যায়।'[৬]

ড. আকরাম জিয়া আল উমরি লেখেন, যখন মুসলমানদের মালিকানায় ঘোড়া ও দাস অধিক মাত্রায় আসতে লাগল, তখন ওই সব ঘোড়া ও দাসের জাকাত নেওয়ার ব্যাপারে সাহাবিগণ উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-কে পরামর্শ দেন। তিনি সাহাবিদের পরামর্শে ঘোড়া ও দাসকে বাণিজ্যপণ্য হিসেবে গণ্য করে ছোট-বড় যেকোনো দাসের ক্ষেত্রে এক দিনার—যার সমমান ছিল ১০ দিরহাম—জাকাত নির্ধারণ করেন। এদিকে আরবি ঘোড়ার ওপর ১০ দিরহাম আর অনারবি ঘোড়ার ওপর পাঁচ দিরহাম জাকাত নির্ধারণ করেন। তাঁর এই পদক্ষেপ এ কথার ইঙ্গিত বহন করে যে, সেবক দাস আর জিহাদের জন্য প্রস্তুত ঘোড়ার ক্ষেত্রে তিনি জাকাত নেননি। কেননা, সেগুলো বাণিজ্যপণ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং যারা সেবক দাস ও জিহাদের ঘোড়া থেকে জাকাত আদায় করত, তিনি তার বিনিময়ে ২ কুইন্টাল ৯ কিলো গম দিতেন। এই পরিমাণ ছিল জাকাতের মূল্যের তুলনায় বেশি। উমর রা. এই নীতি গ্রহণের কারণ হচ্ছে রাসুলের হাদিস,

মুসলমানদের ওপর তার ঘোড়া ও দাসের জাকাত নেই।[৭]

---

[৫] *মুআত্তা মালিক* : ১/২৫৬; *আসরুল খিলাফাতির রাশিদা* : ১৯৪।

[৬] *মুসনাদু আহমাদ* : হাদিস নং-৮২ [সনদ বিশুদ্ধ। *আল-মাউসুআতুল হাদিসিয়্যা*]।

[৭] *সুনানুত তিরমিজি* : হাদিস নং-৬২৮ [ইমাম তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটির ওপর আলিমগণের কর্মধারা